জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ফেব্রুয়ারি ২০২০

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর প্রস্তাব

বিএনটিটিপি ডেস্ক

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সংগঠনসমূহ আসন্ন অর্থবছরের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর প্রস্তাব প্রস্তুত করেছে। দেশী-বিদেশী অর্থনীতিবিদ ও তামাক কর বিশেষজ্ঞগণ সমন্বিতভাবে প্রতি বছরের মত এবারও ২০২০-২১ অর্থবছরে জন্য তামাকজাত দ্রব্যের ওপর এই খসড়া কর প্রস্তাব প্রস্তুত করে। দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মী ও তামাক কর বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে প্রেরণের জন্য এই প্রস্তাব চূড়ান্ত করেছে।

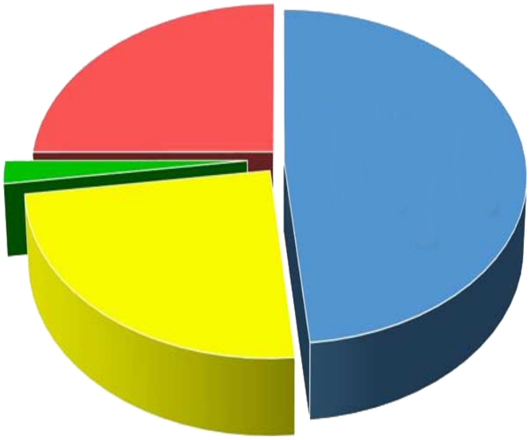

এই প্রস্তাবে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর প্রচলিত কর ব্যবস্থার পরিবর্তন করে সম্পুরক শুল্কের পাশাপাশি সুনিদ্রিষ্ট করারোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। কারণ বর্তমান পদ্ধতিতে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির লাভের অংশ তামাক কোম্পানী অতিরিক্ত মুনাফা হিসাবে পেয়ে যাচ্ছে। বিস্তারিত

সম্পাদকীয়

উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে জনস্বাস্থ্য বিবেচনা অগ্রাধিকার গণ্য। জনস্বাস্থ্যে অগ্রাধিকার ব্যতীত টেকসই উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। সংবিধান অনুসারে জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মলিক। একটি গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় জনগণের কল্যাণার্থে। জনগণের কল্যাণের মধ্যে সবার আগে স্বাস্থ্য-কল্যাণ। তাই রাষ্ট্র ও সরকারের কোনো নীতিতে জনস্বাস্থ্যের পরিপন্থী কোনোকিছু গ্রহণযোগ্য নয় এবং 'রাষ্ট্র এমন কোনো পদক্ষেপ ... বিস্তারিত

মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় রেখে তামাকে শুল্ক বাড়াবে মেক্সিকো

বিএনটিটিপি ডেস্ক

লাতিন আমেরিকার দেশ মেক্সিকো তাদের জাতীয় মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে তামাকের ওপর করারোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। করারোপের এ বিলটি গত অক্টোবরে দেশটির পার্লামেন্ট অনুমোদন দেয় এবং ২০২০ সালের অর্থনৈতিক প্যাকেজ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিস্তারিত

ধূমপান ছাড়লে সুস্থ্য হয়ে ওঠে ফুসফুস

বিএনটিটিপি ডেস্ক

ধূমপানের কারণে ফুসফুসের পরিবর্তন হয়ে ক্যান্সার হওয়ার যে সম্ভাবনা তৈরি হয় ধূমপান ছাড়ার পর সেটা ফের সুস্থ হয়ে পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ করে বলে জানিয়েছেন মার্কিন চিকিৎসকরা। খবর বিবিসি।

খবরে বলা হয়েছে, ধূমপানের কারণে ফুসফুসের যেসব পরিবর্তন হয়ে ক্যান্সারের সম্ভাবনা তৈরি করে, সেসব পরিবর্তনকে স্থায়ী মনে করা হতো এবং ধারণা করা হতো যে ধূমপান ছাড়ার পরও সেসব পরিবর্তন টিকে থাকবে। বিস্তারিত

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিনিধিদল গত ২৮ জানুয়ারি কাস্টমস ভ্যালুয়েশন অ্যান্ড ইন্টারনাল অডিট কমিশনারেটের অতিরিক্ত কমিশনার অরুন কুমার বিশ্বাসের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাতে তারা তামাকজাত পণ্যের উপর কর বৃদ্ধির প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। এ সময় অরুন কুমার বিশ্বাস সার্বিকভাবে সহায়তার আশ্বাস দেন।

ধূমপান বর্জনে অকার্যকর ই-সিগারেট

বিএনটিটিপি ডেস্ক

ধূমপান বর্জনে ই-সিগারেট সহায়ক বলে বহুদিন ধরে যে প্রচলিত ধারণা রয়েছে তা যথার্থ নয় জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার। ধূমপায়ীদের 'নিকোটিন' আসক্তি মেটানোর অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক উপায় হিসেবে 'ই-সিগারেট' বা 'ভেইপিং' পরিচিতি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তারা এ তথ্য জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টারস ফর ডিজিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন' এর দেওয়া তথ্যানুসারে, যুক্তরাষ্ট্রের ...

বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ফেব্রুয়ারি ২০২০

তামাক চাষের লাভের ক্ষতি

ইব্রাহীম খলিল

ভারতীয় উপমহাদেশে তামাক চাষের ইতিহাস অনেক পুরনো। ১৫০৮ সালের দিকে পর্তুগিজদের হাত ধরে এ উপমহাদেশে প্রথম তামাকের আগমন।[1] সেই থেকে আজ অবধি নানাজাতের তামাক চাষ চলছেই। তবে বাণিজ্যিকভাবে বাংলাদেশে তামাক চাষ বৃদ্ধি পায় দেশভাগের পর তৎকালীন পাকিস্তান শাসনামলে। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান টোব্যাকো কোম্পানি সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে, পরে ১৯৬৫ সালে রাজধানীর মহাখালীতে দ্বিতীয় সিগারেট ফ্যাক্টরি স্থাপন করলে তামাক চাষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানি লিমিডেট নামে।

পরে প্রতিষ্ঠানটির অধিকাংশ শেয়ার অধিগ্রহণ করে নেয় ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি। ফলে মুনাফা লাভের আশায় তাদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে রমরমাভাবে চলতে থাকে তামাক চাষ। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তামাক চাষ সীমিত হয়ে আসলেও বাংলাদেশে ক্রমেই তা বেড়ে চলেছে। অথচ এই তামাক চাষের কারণে কৃষক থেকে শুরু করে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পুরো দেশ। বিস্তারিত

তামাক চাষের সময় চাষীর পুরো পরিবারকে কাজ করতে হয়। কখনো কখনো ঠিক মত খাবারের সময়ও পান না তারা। ক্ষণিকের লাভের কথা ভাবলেও নিজেদের স্বাস্থ্য ও সময়ের কথা ভাবেন না তারা। ছবি : সংগৃহীত

চিকিৎসকের দৃষ্টিতে ধূমপান ছাড়ার ১০ সহজ উপায়

বিএনটিটিপি ডেস্ক

যারা একবার কৌতূহল বশত সিগারেট পান শুরু করেছেন তাদের অনেকেই পরবর্তীতে পুরোপুরি ধূমপায়ী হয়ে গেছেন বলে গবেষণায় দেখা গেছে। ফলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও বাড়ছে ধূমপায়ীর সংখ্যা। একইসঙ্গে নীরবে দীর্ঘতর হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল। তবে অনেকেই ধূমপান ছেড়ে দিতে চাইলেও ঠিক কীভাবে শুরু করবেন সেটা বুঝে উঠতে পারেন না। ফলে পরিকল্পনার অভাবে ধূমপান ছাড়াও হয়ে ওঠে না।

বাংলাদেশের একজন সুপরিচিত চিকিৎসক অরূপ রতন চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরেই তামাকজাত পণ্যে ব্যবহারের বিপক্ষে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি মনে করেন ধূমপান একটি আসক্তির মতো। এখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে ... বিস্তারিত

তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেবেন ডেপুটি স্পিকার

বিএনটিটিপি ডেস্ক

জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহারের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বী মিয়া। গত ৩০ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে ডেপুটি স্পিকার বলেন, তামাক জাতির জন্য ক্ষতিকারক। ফলে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি থেকে সরকারের নয় দশমিক ৪৯ শতাংশ শেয়ার ... বিস্তারিত

তামাকে কর বাড়াতে কাজ করবে ১০০ এমপি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

দেশের সব হাসপাতালে আইন অনুসারে পর্যাপ্ত পরিমাণ তামাকবিরোধী সাইনেজ স্থাপনের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানিয়েছেন সংসদ সদস্য ডা. হাবিবে মিল্লাত। পাশাপাশি হাসপাতাল এলাকার ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক বিক্রি বন্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ারও অনুরোধ জানান তিনি। ১৩ জানুয়ারি সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন আয়োজিত সেমিনারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত লাইন ডিরেক্টর ডা. রায়হান-ই-জান্নাতকে ... বিস্তারিত

'জনস্বাস্থ্য নীতি কথা' নিউজলেটারটি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর মাসিক মুখপাত্র।
ঠিকানা : বিএনটিটিপি সচিবালয়, সি ৪, বাড়ি নং ৬, রোড নং ১০৯, গুলশান ২। ফোন +88(02) 9880363
E-mail: info@bnttp.net, bnttpbd@gmail.com; website: www.bnttp.net

সম্পাদক : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
সম্পাদনা পরিষদ : ইব্রাহীম খলিল
আদিবা কারিন

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর প্রস্তাব

(প্রথম পাতার পর)

যেমন, বিগত বছরে প্রিমিয়াম স্তরের ১০ শলাকা সিগারেটের দাম ১০৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২৩ টাকা নির্ধারণ করে সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত (৬৫%) রাখা হয়। ফলে বর্ধিত ১৮ টাকার ৬৫% সরকার পেলেও তামাক কোম্পানী এর বাকী অংশ কামাক কোম্পানী অতিরিক্ত মুনাফা হিসাবে পেয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় একটি বিদেশী তামাক কোম্পানীর নিজস্ব তথ্যে দেখা যায় ২০১৮ সালে তাদের উৎপাদন ৩ শতাংশ কমে গেলেও তাদের নিট মুনাফা বেড়েছে ২৮ শতাংশ। যা অন্য পণ্য উৎপাদনকারী কোন কোম্পানীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। বাংলাদেশে বর্তমানে তামাকপণ্যের মূল্যের ওপর শতাংশ হারে (ad-valorem) সম্পূরক শুল্ক ধার্য করার ফলে তামাকের মত ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানী এভাবে লাভবান হচ্ছে। তাই তামাকপণ্যের ওপর করারোপের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে।

বাংলাদেশে ২০২০-২১ অর্থবছরে তামাকপণ্যে কর প্রস্তাব

সিগারেট : সিগারেটের মূল্যস্তর ৪টি থেকে কমিয়ে ২টি নির্ধারণ করা। করারোপের ক্ষেত্রে নিম্ন ও মধ্যম স্তরকে একত্রিত করে একটি মূল্যস্তর (নিম্নস্তর) এবং উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরকে একত্রিত করে আরেকটি মূল্যস্তরে (উচ্চস্তর) নিয়ে আসা। নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারটের খুচরা মূল্য ৬৫+ টাকা নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

অন্য দিকে উচ্চস্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ১২৫+ টাকা নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপের পাশাপাশি উভয় স্তরের ওপর ১৫% ভ্যাট এবং ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ করা।

বিড়ি : ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৪০+ টাকা নির্ধারণ করে ৬.৮৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক ও ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৩২+ টাকা নির্ধারণ করে ৫.৪৮ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক এবং উভয় ক্ষেত্রে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। পাশাপাশি ১৫% ভ্যাট এবং ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ করা।

ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য (জর্দা ও গুল) : প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪১+ টাকা এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৩+ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা এবং প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার উপর ৫.৭১ টাকা ও প্রতি ১০ গ্রাম গুলের উপর ৩.৪৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। পাশাপাশি ১৫% ভ্যাট এবং ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ করা।

সুপারিশমালা

- মুদ্রাস্ফীতি ও আয় বৃদ্ধি বিবেচনায় রেখে মানুষের ক্রমবর্ধমান সামর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তামাকজাত পণ্যের দাম নির্ধারণে নিয়মিত সকল তামাকজাত পণ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করতে হবে।
- সিগারেটের ব্রান্ড/মূল্যস্তরগুলোর মধ্যকার দামের ব্যবধান হ্রাস করতে হবে। যাতে করে তামাকজাত পণ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহারকরীদের কাছে বিকল্প পণ্যের সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়
- সিগারেটের ওপর করারোপ প্রক্রিয়া সহজ করতে মূল্যস্তর চার স্তর থেকে কমিয়ে দুই স্তরে নিয়ে আসতে হবে। এছাড়া বিড়ি ও সিগারেটে মূল্য পার্থক্য দূর করে কর পদ্ধতি সহজ করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে তামাকের উপর বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক নীতি গ্রহণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট গোল (এসডিজি) এর ৩ ও ৬ নম্বর লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষে তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি আবশ্য্র ক। তাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে তামাক কর পদ্ধতির সংস্কার ও তামাক জাত দ্রব্যের ওপর প্রস্তাবিত হারে করারোপ সময়ের দাবী।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

সম্পাদকীয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কখনোই নেবে না যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হানিকর' এমনটাই প্রত্যাশিত। তার পরও বহুকাল ধরে চলে আসা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমন কিছু থেকেই যায় যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টাও মানুষের নিয়ত লড়াইয়ের অংশ।

জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন ও প্রমাণ নির্ভর সমাধানের সুপারিশ প্রকাশ এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আমাদের প্রত্যাশা, মতামত, প্রস্তাব, অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত, শুভ উদ্যোগসমূহ তুলে ধরার পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য চিন্তার ব্যত্যয়, সমস্যা ও ঘাটতিসমূহ তুলে আনার জন্য বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এই নিউজলেটার প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

আপনাদের সবার সহযোগিতা ও সমর্থন আমাদের এগিয়ে যওয়ার পাথেয়।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

সুস্থ হয়ে ওঠে ফুসফুস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিন্তু সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপানের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ না হওয়া ফুসফুসের কয়েকটি কোষই পরবর্তীতে ফুসফুসকে আবারো স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে ভূমিকা রাখে। টানা ৪০ বছর ধরে প্রতিদিন এক প্যাকেট সিগারেট খাওয়ার পর যারা ধূমপান ছেড়েছেন, তাদের ফুসফুসের ক্ষেত্রেও এই বিষয় দেখা গেছে। সিগারেটে থাকা হাজার ধরণের রাসায়নিক ফুসফুসের কোষের ডিএনএকে পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে সুস্থ থেকে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষে পরিবর্তন করে।

সাম্প্রতিক গবেষণাটিতে প্রকাশিত হয়েছে যে ধূমপায়ীদের ফুসফুসে ক্যান্সারের উপস্থিতি পাওয়ার আগে থেকেই ফুসফুসের কোষ ব্যাপকহারে পরিবর্তিত হতে থাকে। ধূমপায়ীদের শ্বাসনালী থেকে নেয়া কোষের অধিকাংশই ধূমপানের ফলে পরিবর্তিত হয়েছে বলে দেখা গেছে। কোনো কোনো কোষে ১০ হাজার পর্যন্ত জিনগত পরিবর্তনও লক্ষ করা গেছে।

ডক্টর কেট গাওয়ার্স নামের একজন গবেষক বলেন, এই পরিবর্তনগুলোকে ছোট আকারের টাইম বোমার সাথে তুলনা করতে পারেন। পরবর্তী আঘাতের সাথে সাথেই হয়তো এটি ক্যান্সারে রূপান্তরিত হবে। তবে এরকম ক্ষেত্রেও অল্প কিছু সংখ্যক কোষ অপরিবর্তিত থেকে যায়।

তবে ধূমপানের কারণে হওয়া জিনগত পরিবর্তন ঐ কোষগুলো কীভাবে এড়িয়ে যায়, সেটা পরিস্কার নয়। যেসব মানুষ ধূমপান ত্যাগ করে, তাদের ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কোষের গঠন কখনো ধূমপান না করা মানুষের কোষের গঠনের মত হয়ে যায়।

স্প্রাঙ্গার ইন্সটিটিউটের ডক্টর পিটার ক্যাম্পবেল বলেন, আমরা এই অবিস্কারের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিছু কোষ থাকে যেগুলো, অনেকটা জাদুকরীভাবেই, শ্বাসনালীর প্রান্তগুলোকে পুনর্গঠণ করে। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, ৪০ বছর ধূমপান করার পরও যারা ধূমপান ছেড়েছে তাদের ক্ষেত্রেও অপরিবর্তিত কোষের মাধ্যমে সুস্থ কোষ পুনঃনির্মাণের ঘটনা ঘটেছে।

তবে ধূমপান ছাড়লে ফুসফুসের কতটুকু অংশ আসলে আগের মত অবস্থায় ফিরে যায়, তা জানতে পরীক্ষা করতে হবে বিজ্ঞানীদের।

গবেষণাটিতে মূলত মূল শ্বাসনালীগুলোর বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে। অ্যালভেওলি নামক ফুসফুসের ক্ষুদ্র পথগুলোর বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়নি, যেগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের গ্রহণ করা বাতাসের অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে। প্রতিবছর যুক্তরাজ্যে ৪৭ হাজার ফুসফুস ক্যান্সারের রোগী পাওয়া যায়। এই ক্যান্সার আক্রান্তের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ধূমপানের কারণে ঘটে।

গবেষণায় এরই মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, ধূমপান ছাড়ার দিন থেকেই ফুসফুস ক্যান্সারের ঝূঁকি কমতে শুরু করে। এর কারণ হিসেবে মনে করা হয় যে, ধূমপান ছাড়ার সাথে সাথেই ফুসফুসের কোষে ক্ষতিকর পরিবর্তন হওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

যুক্তরাজ্যের ক্যান্সার রিসার্চ কেন্দ্রের গবেষক ডক্টর র‍্যাচেল ওরিট বলেন, ধূমপান ছাড়লে দু ধরণের সুফল আসে। প্রথমত, ফুসফুসের কোষে ধূমপান সংশ্লিষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কমে যাবে, এবং দ্বিতীয়ত, ফুসফুস নিজেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সুস্থ কোষ দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ কোষের প্রতিস্থাপন শুরু করে যা খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক বিষয়।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

তামাকে শুল্ক বাড়াবে মেক্সিকো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নতুন আইন অনুয়ায়ী দেশটির তামাক কর প্রতি বছর পর্যালোচনা করা হবে এবং মূল্যস্ফীতির হারের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে বলে জানানো হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (এফসিটিসি) এ তামাকের ব্যবহার ধারাবাহিকভাবে কমিয়ে আনতে তামাকের ওপর কর বৃদ্ধি একটি কার্যকর পন্থা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মেক্সিকোর এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দ্য ইউনিয়ন। প্রতিষ্ঠানটির লাতিন আমেরিকার আঞ্চলিক পরিচালক ড. গুস্তাভো সোনোরা বলেন, মেক্সিকোর এ সিদ্ধান্তকে ইউনিয়ন একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে স্বাগত জানাচ্ছে। নিজ দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে মেক্সিকান সরকার যে আসলেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এ সিদ্ধান্ত তারই প্রমাণ।

তিনি আরো বলেন, দেশটির তামাক পণ্যে করারোপ করা হলেও আমরা মনে করি, সেখানে তামাকজাত পণ্যের উপর করের পরিমাণ এখনো অনেক কম। তামাকের ওপর অধিক হারে কর বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে মেক্সিকো সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছে দ্য ইউনিয়ন।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

কারণ এফসিটিসির অন্যতম কার্যকর নীতি হলো ধূমপায়ীদের ধূমপানে নিরুৎসাহিত করা এবং অল্প বয়স্কদের তামাকজাত দ্রব্য থেকে দূরে রাখা।

২০০৬ সাল থেকে মেক্সিকো সরকারকে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও কর বৃদ্ধিতে কারিগরি সহায়তা এবং মুদ্রাস্ফীতির সমন্বয়ে প্রতি বছর তামাকজাত পণ্যের ওপর করারোপে সমর্থন দিয়ে আসছে দ্য ইউনিয়ন এবং প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন। দ্য ইউনিয়নের সহায়তায় দেশটির স্প্রান মার্টিন সমুদ্র সৈকতকে ধূমপান মুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। যা বিশ্বে প্রথম কোনো ধূমপান মুক্ত সমুদ্র সৈকত।

মেক্সিকোতে তামাক নিয়ন্ত্রণের ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে। ১৯৯০ সালে দেশটিতে ধূমপানের হার যেখানে ২৮ শতাংশ ছিলো সেখানে ২০১৭ সালে তা কমে ১৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০১৭ সালের হিসাবে দেখা গেছে দেশটিতে বর্তমানে ধূমপায়ীর সংখ্যা ১ কোটি ৬০ লাখ। ফলে তামাকের ওপর বর্ধিত ও কার্যকরভাবে করারোপ করলে আসলেই যে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পায় এবং রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পায় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ মেক্সিকো।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

অকার্যকর ই-সিগারেট

প্রথম পাতার পর

শিক্ষা কাঠামো অনুযায়ী 'মিডল স্কুল' ও 'হাই স্কুল' পড়ুয়া শিক্ষার্থী, যাদের বয়স গড়ে ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সের মধ্যে তাদের মধ্যকার মোট ৩৬ লাখ শিক্ষার্থী 'ভেইপিং' করার কথা স্বীকার করেছে ২০১৮ সালের জরিপে। এরই প্রেক্ষিতে ২০২১ সালের পর্যন্ত বাজারে বিক্রিরত সকল 'ফ্লেভার্ড ই-সিগারেট' পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার প্রস্তাব রাখে যুক্তরাষ্ট্রের 'ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ)'।

গত জানুয়ারি মাসে তামাক আর 'মেন্থল ফ্লেভার্ড' ছাড়া সকল 'কার্টিজ-বেইসড ফ্লেভার্ড ই-সিগারেট' পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এফডিএ'য়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত ধূমপান বর্জনে সহায়ক ওষুধ এবং 'বিহেভিওরাল কাউন্সিলিং' ধূমপান বর্জনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। বিশেষত, যখন দুটোই একত্রে গ্রহণ করা হয়। প্রতি পাঁচজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মধ্যে তিনজন ধূমপান বর্জনে সফল হয়েছেন। তবে এদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশেরও কম মানুষ 'এফডিএ' অনুমোদিত ওষুধ ও 'বিহেভিওরাল কাউন্সিলিং' নিয়েছেন।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ীর সংখ্য সবচাইতে কম, যা মোট জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ। তারপরও নিরাময়যোগ্য রোগ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা ও অকাল মৃত্যু প্রধান কারণগুলোর মধ্যে প্রথম সারিতে ধূমপানের অবস্থান। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৩৪ লাখ নাগরিক ধূমপান করেন।

ধূমপান কমানো সম্ভব হলে অসংখ্য স্বাস্থ্যগত সমস্প্রা মোকাবেলা করা সম্ভব। এদের মধ্যে আছে নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্যগত সমস্প্রা, হৃদরোগ, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার।

যুক্তরাষ্ট্রের সার্জন জেনারেল জেরোম এম. অ্যাডামস বলেন, স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত পেশাজীবী, চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রক, বীমা নিয়ন্ত্রক, নীতি নির্ধারক সকলের প্রতি আমার আহ্বান হল ধূমপান বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার যাতে ধূমপানের কারণে নিরাময়যোগ্য যেসব রোগে মানুষ ভুগছে এবং আর্থিক সমস্প্রায় জর্জরিত হচ্ছে তার ইতি টানা সম্ভব হয়।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

তামাক চাষের লাভের ক্ষতি

দ্বিতীয় পাতার পর

কাঁচা তামাক পাতা নাড়াচাড়া, জমিতে প্রচুর কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করার কারণে কৃষকরা নানা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। এ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে গ্রিন টোব্যাকো সিকনেস নামক একধরনের রোগ। এছাড়া তামাক গাছ মাটির পুষ্টি দ্রুত শেষ করে ফেলে। ফলে জমিতে প্রতিবার চাষে আগের চেয়ে অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। ফলে ধীরে ধীরে জমির উর্বরতা নষ্ট হতে থাকে। এক সময় ওই জমিতে আর কোন ফসলেরই ভালো ফলন হয় না।

তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাত করতে বিশেষভাবে তৈরী চুল্লি ঘরে (তামাকঘর/তন্দুল) ৭২ ঘণ্টা তাপমাত্রা একই পরিমাণে ধরে রাখতে প্রচুর পরিমাণে খড়, ভূষি ও কাঠ পোড়ানো হয়। ফলে একদিকে যেমন বন উজাড় হয়ে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে অন্যদিকে গবাদী পশুর খাদ্যও নিঃশেষ হচ্ছে। যার কারণে তামাক চাষ এলাকায় উল্লেখযোগ্য হারে গবাদীপশু পালন হচ্ছে না।

তামাক চাষ প্রবণ এলাকায় হাঁস, মুরগি ছাগল এমন গৃহপালিত প্রাণীর সংখ্যাও অনেক কম। কারণ ধান, গম, ভূট্টা, সরিষা ও নানা ধরনের সবজিসহ অন্যান্য ফসল চাষ হলে এসব প্রাণীর খাদ্যের অভাব হয় না। কিন্তু তামাক গাছ বা পাতার কোন অংশই প্রাণীর খাবার যোগ্য নয়। ফলে এসব এলাকার শিশু থেকে শুরু করে বড়রাও পর্যাপ্ত দুধ-মাংস-ডিম খেতে না পারায় পুষ্টিহীনতায় ভুগছে।

তবে তামাক কোম্পানিগুলো বরাবরের মতো দেশে তামাক চাষ কমে আসছে বলে দাবি করলেও বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য ও গণমাধ্যমে আসা বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট যে তামাকের চাষ কোথাও কিছুটা কমলেও অনেক জায়গাতেই উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে। একইসঙ্গে সিলেট, কুষ্টিয়া, রংপুর ও বান্দরবানের মতো জায়গায় নতুন করে তামাক চাষ বাড়ছেই। কিন্তু কৃষকরা যে লাভের আশায় তামাক চাষ করছে তাতে তারা কতোটা লাভবান হচ্ছে? একইসঙ্গে তামাক কোম্পানিগুলো যেভাবে কৃষকদের লাভের কথা প্রচার করছে তার বাস্তবতাটাইবা কতোটুকু? তামাক চাষের কারণে সরকার ও কিছু কৃষকের কথিত লাভের যে ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসছে সেটা অলক্ষ্যেই রয়ে গেছে। একইসঙ্গে তামাকজনিত রোগে মৃত্যুর মিছিল আরো দীর্ঘতর হচ্ছে।

তামাক চাষে নানা ধরনের ক্ষতি হলেও মানুষকে কেনো এটা থেকে দূরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না? এর প্রধান কারণ কৃষকদের অধিক আর্থিক স্বচ্ছলতার আকর্ষণ এবং তামাক কোম্পানিগুলোর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা। তবে কৃষকরা লাভের আশায় তাৎক্ষণিক কিছুটা নগদ আর্থিক সুবিধা পেলেও তারা আসলেই কতোটা সুবিধাভোগী হচ্ছে সেটা প্রশ্ন জাগায়। গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ‘উন্নয়ন বিকল্পের নীতি নির্ধারণী গবেষণা’ (উবিনীগ) তাদের এক গবেষণায় দেখিয়েছে, কৃষক তামাককেই প্রধান ফসল বিবেচনা করায় নগদ অর্থের প্রলোভনে অন্য ফসল চাষের পরিকল্পনা করতে পারে না।

ফলে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালনসহ অন্যান্য কৃষিকর্মও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তামাকের জমিতে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশকের ব্যবহার করার কারণে তামাকের জমি থেকে নদী, জলাশয়ের মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতি হয়। একইসঙ্গে এসব এলাকার মানুষের খাদ্যের উৎস হিসেবে এগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভোগে। পাশাপাশি কোনো ধরণের সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া তামাকের ক্ষেতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগ এবং তামাক পোড়ানোর সময় কৃষক, শ্রমিক, নারী ও শিশু নানা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।[২] একইসঙ্গে তামাক পোড়ানোর সময় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে হওয়ায় শিশুদেরকেও কাজে লাগানো হয়। ফলে তাদের অনেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে।

অন্যদিকে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে তামাকের চেয়ে সবজিতে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আসলেও বাংলাদেশে তামাককেই অনেক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। যেটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। চলতি অর্থ বছরে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৪৬ কোটি ৬০ লাখ ৫৬ হাজার ৮০ টাকার তামাকজাত পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এর বিপরীতে ১৪৬১ কোটি ৬০ লাখ ৭০ হাজার ২৮১ টাকার সবজিপণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। যা তামাকের চেয়ে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বেশি।[৩]

বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করতে বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই। পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাক মুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছেন। এটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়ন হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যত দ্রুত সম্ভব কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

কৃষকদেরকে তামাক চাষ থেকে নিবৃত করতে কেবল সচেতনতাই যথেষ্ট নয়। কারণ নগদ অর্থ ছাড়াও তারা অন্য যেসব ফসল উৎপাদন করেন সেটার যথেষ্ট বাজার মূল্য না পাওয়া এবং ক্রমাগত আর্থিক ক্ষতিও তামাক চাষের অন্যতম কারণ। ফলে সচেতন করার পাশাপাশি তাদের জন্য যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতাও জরুরী।

লেখক : অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর তামাক কর বিষয়ক প্রকল্পে প্রজেক্ট অফিসার হিসেবে কর্মরত।

তথ্যসূত্র

১. http://bn.banglapedia.org/index.php?title=তামাক; retrieved on 01/12/2019
২. http://ubinig.org/index.php/campaign/index/bangla; retrieved on 01/10/2019
৩. http://epb.gov.bd/site/view/epb_export_data/-; retrieved on 01/01/2020

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

শেয়ার প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিবেন ডেপুটি স্পিকার

দ্বিতীয় পাতার পর

প্রত্যাহার করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার অঙ্গীকারের সঙ্গে তামাক কোম্পানিতে সরকারের অংশীদারিত্ব বিষয়টি সাংঘর্ষিক। তামাকের মতো ক্ষতিকর ব্যবসায় অংশীদার থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে হলে অবিলম্বে তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের অংশীদারিত্ব প্রত্যাহার করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, হঠাৎ করে সব পরিবর্তন সম্ভব হবে না, কেউ চাইলেই সিগারেট ছাড়তে পারবে না। আবার তামাক চাষও বন্ধ করা যাবে না। এজন্য তামাক চাষীদের বিকল্প চাষাবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে তামাক বিরোধী জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর প্রচারাভিযান চালাতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট খোদেজা নাসরিন আখতার, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ড. গোলাম রহমান, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল প্রমুখ

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

ধূমপান ছাড়ার ১০ সহজ উপায়

দ্বিতীয় পাতার পর

নিম্নোক্ত পন্থাগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

১. আজ এখুনি ধূমপান ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করুন। টেবিল কিংবা পকেটে রাখা সিগারেটের প্যাকেট ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলুন

২. একদিন ধূমপান না করে দেখুন। এরপর পার্থক্য অনুভব করার চেষ্টা করুন। এরপর দুইদিন, তিনদিন ধূমপান থেকে দূরে থাকুন। তাহলে অভ্যাস গড়ে উঠবে।

৩. আপনার আশপাশে যারা ধূমপান বর্জন করেছে তাদের অনুসরণ করুন। তাদের স্বাস্থ্যগত কী পরিবর্তন এসেছে সেটা জানার চেষ্টা করুন।

৪. একটা হিসেবে করে দেখুন তো সিগারেট কিংবা তামাকজাত পণ্যের জন্য প্রতিমাসে আপনার কত টাকা খরচ হয়? হিসেব করে দেখলে ধূমপান ছাড়া আপনার জন্য সহজ হবে। সে টাকা জমিয়ে অন্য খাতে খরচ করতে পারেন।

৫. আপনার ধূমপায়ী বন্ধুদের সঙ্গ সুকৌশলে এড়িয়ে চলুন।

৬. সিগারেট ছাড়ার পর মুখে চুইংগাম কিংবা আদা চিবোতে পারেন। তাহলে ধূমপানের প্রতি আকর্ষণ কমে আসবে।

৭. যে সময়টিতে আপনার ধূমপান করতে ইচ্ছা করবে সে সময়ে রাস্তায় হাঁটুন। তাহলে ধূমপানের চাহিদা থাকবে না।

৮. যে কোন জায়গায় ধূমপান কর্নার থেকে দূরে থাকুন।

৯. ধূমপান বিরোধী ও স্বাস্থ্য সচেতনতার বই পড়তে পারেন।

১০. নিরুপায় হলে সর্বশেষ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে কাউন্সেলিংয়ের সহায়তা নিন।

এ ১০টি উপায়ের পাশাপাশি চিকিৎসক অরূপ রতন চৌধুরী মনে করেন, ধূমপান ছাড়ার জন্য কোনো প্রস্তুতির দরকার নেই। আপনার একটি সিদ্ধান্তই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

কাজ করবে ১০০ এমপি

দ্বিতীয় পাতার পর

তিনি এই অনুরোধ জানান। সেই সঙ্গে তামাক কর কাঠামো সংস্কার ও কর বাড়াতে ১০০ এমপিকে নিয়ে কাজ করার ঘোষণাও দেন তামাকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থাকা এই এমপি।

অনুষ্ঠানে রাজধানীর সব সরকারি হাসপাতালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিয়ে এক জরিপের ফল প্রকাশ করা হয়। জরিপে বলা হয়, দেশে বিদ্যমান তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে সকল হাসপাতাল সম্পূর্ণ তামাকমুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ঢাকার ৭১ ভাগ সরকারি হাসপাতালে ধূমপান হয়, এমন প্রমাণ হিসেবে সিগারেটের বাট, ধোঁয়ার গন্ধ ইত্যাদি পাওয়া গেছে। আর এক-তৃতীয়াংশ হাসপাতালে কাউকে না কাউকে সরাসরি ধূমপান করতে দেখা গেছে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের অ্যান্টি-টোব্যাকো কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার ডা. আহমাদ খাইরুল আবরার।

তিনি জানান, ঢাকার ৫১টি হাসপাতালে জরিপটি পরিচালিত হয়। জরিপে ঢাকার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হাসপাতালে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের প্রমাণ হিসেবে পানের পিক, চুনের দাগ দেখা গেছে। আর সরাসরি ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করতে দেখা গেছে প্রায় অর্ধেক হাসপাতালে (৪৫ শতাংশ)। জরিপে দেখা যায়, ঢাকার ৮০ শতাংশ সরকারি হাসপাতালের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক পণ্য বিক্রি হয়। এমনকি ১৮ শতাংশ হাসপাতালের সীমানার মধ্যেই এমন দোকান রয়েছে।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান